কোথায় আমার মা

জামিল হাসান সুজন

সিড্‌নী শহরের ট্রেন গুলি একেবারে ঘড়ি ধরে আসে। ক্যাম্প্‌সী স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি , গন্তব্য লিভারপুল। সময় সকাল সাড়ে দশটার মত। এ সময়টা সর্বত্রই খুব নিরিবিলি থাকে। লোকজন অফিসে/কাজে চলে যাওয়ার পর এ সময়টা হঠাৎ করে কেমন নির্জন হয়ে যায়। নিঃশব্দে যথাসময়ে ট্রেন এল। উঠে পড়লাম একটা বগিতে। কেউ নেই এ বগিতে। জানালার ধারের একটি সিটে বসলাম। ট্রেন চলতে শুরু করলো। একে একে বেল্‌মোর, ল্যাকেম্বা, ওয়ালী পার্ক স্টেশন পার হয়ে গেলাম, তবু আমি একাই রয়ে গেলাম। পাদ্রবৌল্‌ স্টেশনে একজন বিশাল আয়তনের মহিলা উঠলেন ,সঙ্গে ৪/৫ বছর বয়সী কন্যা। কন্যাটিও মায়ের মতই হৃস্ট পুস্ট। অনুমান করা যায় এরা হচ্ছে আইল্যান্ডার। নিকটবর্তী দ্বীপ গুলো থেকে আসা লোকজনদের এখানকার মানুষ আইল্যান্ডার বলে। এরা আকার আকৃতিতে হয় অত্যন্ত লম্বা চওড়া ও স্থূল- ছোট খাটো পাহাড়ের মত।

সে যাই হোক, মা আর মেয়ে আমার সামনের সারিতে বসলো। ছোট্ট মেয়েটির হাতে একটা স্যান্ডউইচ বা পাউরুটির মত কিছু একটা। স্থির হয়ে বসে থাকার মত মেয়ে নয় সে। পুরো কামরার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলো সে। ওর মা অসহিষ্ণু হয়ে বার বার তাকে স্থির হয়ে বসে থাকার জন্য বকাবকি করতে থাকলো। কিন্তু মায়ের কথা গ্রাহ্য করলোনা মেয়েটি। এক সময় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার সামনে চলে এল সে। আমার দিকে কিছুক্ষণ কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর আচমকা তার হাতের অর্ধ খাওয়া পাউরুটির মত বস্তুটি আমাকে খাওয়ার জন্য অফার করলো। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম খাবনা। সে এক ছুটে আর এক দিকে চলে গেল। আমি আগ্রহ নিয়ে তার ছুটাছুটি দেখতে লাগলাম। কিছু সময় পর সে আবারও আমার কাছে এল। ওর মার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল,'দিস্‌ ইজ মাই মাদার, হোয়ার ইজ ইওর মাদার?' বলেই আশে পাশে তাকাতে লাগলো। আমি বাচ্চা মেয়েটির এই প্রশ্নে হঠাৎ ভাষা হারিয়ে ফেললাম। কোন রকমে বললাম,'শি ইজ অ্যাট হোম'। মনে হলো কথাটি মেয়েটির পছন্দ হল না। মা হচ্ছে আশ্রয়, মা হচ্ছে নির্ভরতা। তাকে কেমন করে বাসায় রেখে পরম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মেয়েটি তার মায়ের কাছে ফিরে গেল। মার কোলে আধ শোওয়া হয়ে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কোথায় আমার মা? প্রশ্নটি আমাকে ভাবিয়ে তুললো। সত্যিই তো কোথায়

আমার মা? ঘরে রেখে এসেছি, বাড়িতে রেখে এসেছি। কিন্তু কোথায় সে বাড়ি, কোথায় সে ঘর? ক্যাম্প্সীর সেই ভাড়া বাসায়? না- তাকে রেখে এসেছি বাংলাদেশের এক মফস্বল শহরে। যে বাড়ি, যে শহর, যে দেশ , যে মাতৃভূমিকে সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে ধারণ করে আছি। অর্থনৈতিক ও সার্বিক অনিশ্চয়তার রাহু গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে যাকে ছেড়ে এসেছি।

নিজের দেশ, নিজের মায়ের ভাষা-এর বিকল্প আর কিছুই হতে পারেনা। তবু হাজার হাজার মানুষ বহু বছর ধরে বিদেশ মুখী হয়েছে এবং এখনো বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৩৫ বছর হল। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ছাত্র এবং অগণিত সাধারণ মানুষ- যাদের ছিলনা সমরাস্ত্র ও প্রশিক্ষণ - শুধু ছিল দেশের জন্য বুক ভরা ভালবাসা।

আশা ছিল স্বাধীনতার পর একটা সুখী সার্বভৌম দেশ হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিবে। কিন্তু জনগণের সেই আশা আকাংখা আজ এত বছর পরেও পূরণ হয়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ বৃথাই তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, বৃথাই পঙ্গুত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়িয়েছে, বৃথাই অসংখ্য মা বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তাদের আত্মত্যাগ। একটি ছোট্ট দরিদ্র অনুন্নত দেশকে নিয়ে শাসকদের যে শোষণ, জনগণের ভাগ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা, যে দূঃশাসন, দুরাচার, গণতন্ত্রের নামে যে সীমাহীন স্বৈরাচার পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায়না। কিছু স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী মানুষ মসনদের মোহে দেশটাকে প্রতিনিয়ত নৈরাজ্য ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পর পর পদ্রমবারের মত দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে কুখ্যাতি লাভ করেছে।

আমার দেশ, আমার মাতৃভূমি আজ বিশ্ব দরবারে ভূলুণ্ঠিত। পরিচয় দিতে মাথা হেঁট হয়ে আসে। কোন্ দুর্ভাগ্য নিয়ে এমন একটি দেশে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম! অনিয়ম, অনাচার, অনিশ্চয়তা ঘিরে আছে সারা দেশ জুড়ে। অশিক্ষা, কুশিক্ষার বেড়াজালে বন্দী শুধু মানুষ আর মানুষ। অথচ এই বাঙ্গালী জাতির গর্ব করার মত অনেক কিছুই আছে। দেশে বিদেশে প্রচুর বাঙ্গালী নানা বিষয়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সংগীত, সাহিত্য, নাটক ,চলচ্চিত্র, চিকিৎসা, প্রকৌশল, স্থাপত্য ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিয়ত তারা তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে আসছে।

এখনও আশায় বুক বাঁধি, স্বপ্ন দেখি সুদিনের। অপেক্ষায় আছি একজন সৎ শাসকের, সৎ মানুষের । যে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে দেখবে শুধু দেশ আর দেশের মানুষের স্বার্থকে। যদিও কাজটি খুব কঠিন, তবু হাল তো ধরতেই হবে, দেশটাকে বাঁচাতে হবে। সুপরিকল্পনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে সকল সম্ভাবনাকে। কোথাও কি নেই সেই সোনার মানুষ -যার হাতের ছোঁয়ায় আবারও আমরা ফিরে পাব হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সেই সোনার বাংলাকে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী